

বিষয়ঃ রবীন্দ্রনাথ কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন?

প্রিয় তানবির,

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হয় আপনাকে ধৈর্য ধরে আমার সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়ার জন্যে। প্রবন্ধটি আপনার বহুকালসঞ্চিত একটি মনোকষ্ট দূর করতে পেরেছে শুনে তৃপ্তি বোধ করছি। আমার প্রবন্ধটির টার্গেট গ্রুপ ছিল প্রধানতঃ বাংলাভাষী মুসলমান পাঠকপাঠিকাবৃন্দ, যাদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে কবিগুরু মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও বহুবার এরূপ পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছি। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ দেখেছি যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামেরই নবেল পাওয়ার কথা ছিল। তবে তিনি মুসলমান হওয়ার কারণে প্রভাবশালী হিন্দুদের চক্রান্তে নবেলটি রবীন্দ্রনাথের পকেটস্থ হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সমস্ত তথাকথিত রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের কেউই রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েননি, তাদের দৌড় বড়জোর মাধ্যমিক ক্লাশের সিলেবাসভুক্ত ‘আমাদের ছোট নদী চলে বাকে বাকে’ কিংবা ‘পোস্ট মাস্টার’ পর্যন্ত। অথচ সমাজের উচ্চাসনে বসে এই মাপের লোকেরা যখন বিষাক্ত প্রচারণা চালায়, তার ফলে নবীন প্রজন্মের অনিভিষ্ট অনেকেই ভ্রান্ত ধারণার খপ্পরে পড়ে। এই সমস্ত লোকদের মিথ্যা প্রচারণার একটি মোক্ষম জবাবস্বরূপই আমি অত্র প্রবন্ধটি রচনা করেছিলাম। যাহোক, আমার প্রবন্ধে অন্ততঃ একজন পাঠিকাও উপকৃত হয়েছে তা জেনে ভাল লাগল।

এবার আসি প্রাগৈতিহাসিক কেছায়। ছোটবেলায় আপনার দাদু যখন পুরোনো দিনের গল্প বলতেন, তখন আপনার কাছে তা চাপাবাজি বলে মনে হতো- কথাটি শুনে বেশ হাসি পাচ্ছিল আমার। এমনটিই হবার কথা। মাত্র পঞ্চাশ বছরে সভ্যতার এমন উন্নতি (নাকি পরিবর্তন!) হয়েছে যে ছেলেবেলাকার ঘটনাগুলিকে আমার নিজের কাছেই অবাস্তব বলে মনে হয় এখন। আপনার আর দোষ কী? আর সে কারণেই আমার কাহিনীর নাম দিয়েছিলাম প্রাগৈতিহাসিক- মানে ইতিহাসপূর্ব। তবে কেছার ঘটনাগুলি হাড্ডেড পার্সেন্ট সত্য। কিছু বা আমার নিজের জীবনের ঘটনা, কিছু বা আশে পাশের বন্ধুবান্ধবদের জীবনের। আমি মিলিয়ে মিশিয়ে একটি ককটেলমতো বানিয়েছি- এই যা। আপনাদের কাছে ভাল লেগেছে শুনে অনুপ্রানিত হলাম।

আর হ্যা, আপনি কেছাকে আবার চালু করতে বলেছেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন? মানুষ যখন হাই স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকে, তখন আর সে বালক থাকে না। এডাল্ট হয়ে যায়। কেছা নিয়ে আমি যদি আরও অগ্রসর হই, তবে সে হবে এক তরুনের উপাখ্যান, নগর সভ্যতার আলো এসে পড়বে তার মুখে। প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রটি তার বজায় থাকবে কি? এসব ভেবেই আমি আর এগুইনি। তবে আশা আছে, কেছাকে আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবো। যদি সে সুদিন আসে, চেষ্টা করবো তার মধ্যে আরও কিছু ইলিমেন্ট যোগ করে তাকে আরকেটু সমৃদ্ধ করতে। আশা করি তাতে আপনার অনুরোধও রক্ষিত হবে, অন্তত কিছুটা।

ধন্যবাদ আপনাকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

মেজবাহউদ্দিন জওহের

১২-০৫-২০০৬

e-mail: mezbahmezbah@yahoo.com